দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

18.

কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার ২২/২৩ বছর পরও এ দেশে সত্যিকার অর্থে স্বনির্ভর অথবা আত্মনির্ভরশীল কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, ফলে দেশের কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। অথচ পাকিস্তানে '৭১-এর পূর্বে যেখানে ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল সেখানে বর্তমান ৬০/৬৫টিরও অধিক পলিটেকনিক হয়েছে, আর এ দেশে ২০টি পলিটেকনিক রয়েছে যা স্বাধীনতার পূর্বেই ১৭টি ছিল। তাই বাংলাদেশের মতো গরিব জনবহুল দেশকে স্বনির্ভর করতে হলে দেশের মোট শিক্ষিতের অন্তত (৫০) ভাগ হওয়া উচিত কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত। সেখানে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার অত্যন্ত নগণ্য অর্থাৎ ১%-এর কম- যা জাতির জন্য লজ্জাকর। অথচ ১৯৯১-১৯৯২ সালে জনশক্তি রফতানি করে বাংলাদেশ ৬,২৫৭ কোটি টাকা অর্জন করেছে। এই জনশক্তির ৩৩৫২৫৫ জনের মধ্যে ১৫২০৪২ জনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর। তাই কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকল্পে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ১১টি টিটিসি, ১১টি কৃষি, ৩৩টি বস্ত্র, ১৬টি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের হাতে ন্যস্ত করা

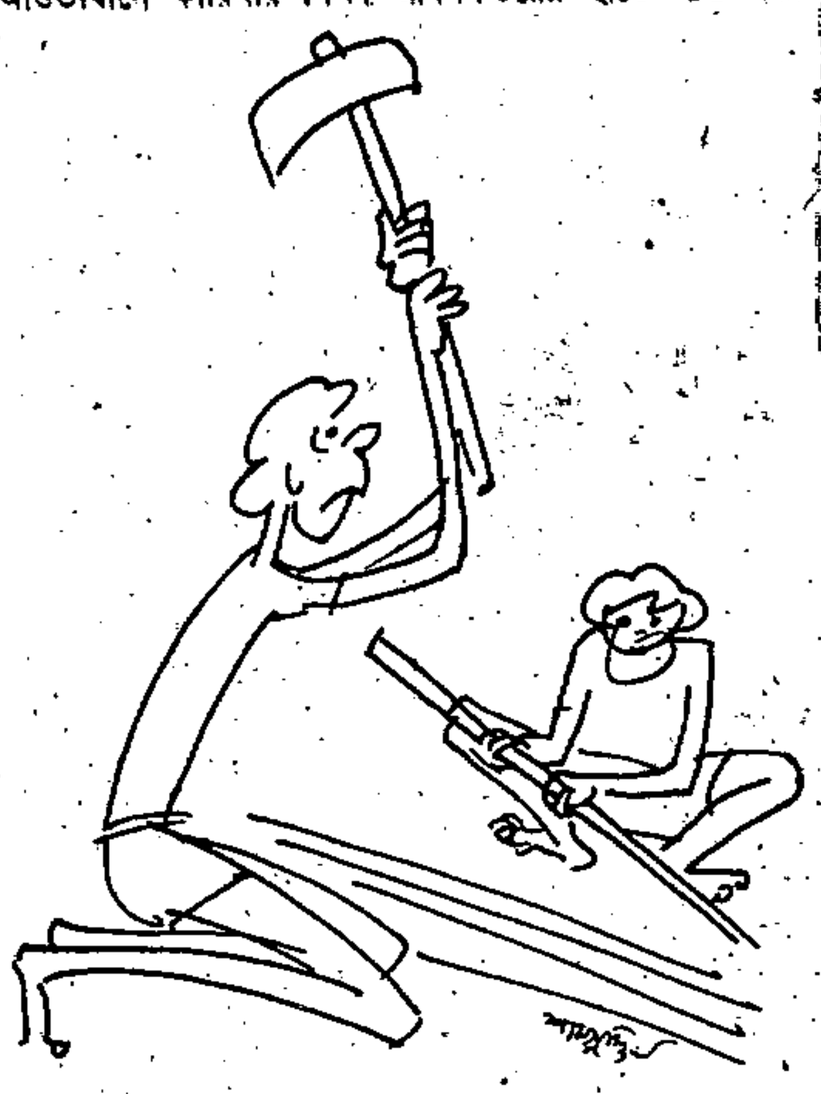

প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা প্রদানসহ কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও দরকার। কারিগরি অধিদফতরাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতোপূর্বের মতো অতিরিক্ত শিফটের অভিজ্ঞতাকে স্থায়ীরূপ দিয়ে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু করা সম্ভব। এতে সরকারের নতুন ভবন নির্মাণ ও হোস্টেল নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করার প্রয়োজন হবে না। তাই যেখানে নিয়মিত সেসনে একজন প্রকৌশলী তৈরি করতে সরকারের খরচ পড়ে ৪/৫ লাখ টাকা সেখানে ডবল শিফটের মাধ্যমে ঐ একই ধরনের একজন প্রকৌশলী তৈরিতে খরচ হবে মাত্র ২০/২২ হাজার টাকা। এতে করে বর্তমানের চেয়ে প্রতিবছর দ্বিগুণ প্রকৌশলী এদেশে তৈরি হবে। তাই এদেশের ১২ কোটি মানুষের ২৪ কোটি হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করার নিমিত্ত ও দ্রুত কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নকল্পে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত স্বাভাবিক কার্যক্রম শেষে ৩টা থেকে রাত ৯ঘটিকা পর্যন্ত ডবল শিফটের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত জরুরী হয়ে পড়ছে। তাছাড়া সরকারের উচিত প্রাথমিক শিক্ষার পরই কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করা, যার কোন বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষানীতি গ্রহণপূর্বক কঠোরহস্তে তা বাস্তবায়ন করার কারণেই তারা আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করছে। তাই কারিগরি শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আমজাদ হোসেন
গ্রাম-কুমার ভোগ,
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।